





আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

	
	
<p>কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর</p>	
	
তারিখ: (২৬ জুলাই, ২০২০) বুলেটিন নং ১৬৬	২৬ জুলাই হতে ৩০ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ২২ জুলাই হতে ২৫ জুলাই, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	২২ জুলাই	২৩ জুলাই	২৪ জুলাই	২৫ জুলাই	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	৬০.০	৬.০	হালকা	০.০	০.০-৬০.০ (৬৬.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩১.৪	৩০.৫	৩৩.০	৩৩.১	৩০.৫-৩৩.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.৮	২৫.০	২৫.৫	২৬.২	২৪.৮-২৬.২
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮০.০-৯৭.০	৮৭.০-৯৭.০	৬৩.০-৯৬.০	৬৩.০-৯০.০	৬৩-৯৭
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৯.২	১১.১	৯.২	১৩.০	৯.২৫-১২.৯৫
মেঘের পরিমাণ (অঙ্ক)	৮	৮	৬	৬	৬-৮
বাতাসের দিক	দক্ষিণ /দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ /দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ /দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ /দক্ষিণ-পশ্চিম	দক্ষিণ /দক্ষিণ-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২৬ জুলাই হতে ৩০ জুলাই, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৭.৫ (১৫.২)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৮-৩০.৩
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৩.২-২৪.৩
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৬.০-৯২.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৮-৩.২
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিণ /দক্ষিণ-পশ্চিম

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোঁত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে দুর্বল অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার দু এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী বর্ষণ হতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এছাড়াও, মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে সামান্য থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আউশ ধান:

কুশি থেকে খোড় পর্যায়-

- জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সেমি বজায় রাখুন কাইচ খোড় পর্যায়।
- পাতার ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- উচ্চ আর্দ্রতার কারণে ফসলে পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী থাকে, সেইজন্য সর্বদা সজাগ থাকতে হবে পোকামাকড় ও রোগবালাই আক্রমণের বিষয়ে।
- ধানে মাজরা পোকা, নলী মাছি, বাদামী গাছ ফড়িং, লেদা পোকা এর আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- যেহেতু মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করছে, ধানে পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আক্রমণ দেখা দিলে ট্রাইকোগ্রামা কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।
- জমি থেকে পরিত্যক্ত খড়কুটা পরিষ্কার করুন যাতে করে খোল পোড়া রোগ আক্রমণ না করতে পারে।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আমন ধান:

- বীজতলা আগাছামুক্ত রাখুন।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই চারা রোপণের জন্য মূল জমি তৈরি শুরু করুন।
- আমন রোপণের জমি প্রস্তুতের শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ৯০ কেজি টিএসপি, ৭০ কেজি এমওপি, ১১ কেজি জিঙ্ক এবং ৬০ কেজি জিপসাম প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর মূল জমিতে ২৫-৩০ দিন বয়সী চারা রোপণ করুন।
- রোপণের আগে চারা ধোয়ার পর শোধন করে নিন।
- চারা খুব গভীরে রোপণ করবেন না। কোন চারা নষ্ট হলে এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে নতুন চারা লাগান।
- হালকা বা মাঝারী বৃষ্টিপাতের পানি যেন বের হয়ে যেতে না পারে সেজন্য শক্ত করে জমির আইল তৈরি করুন।

- অনুকূল পরিস্থিতিতে ত্রি ধান৩০, ত্রি ধান৩২, ত্রি ধান৩৯, ত্রি ধান৪৯, ত্রি ধান৬২, ত্রি ধান৭১, ত্রি ধান৭২, ত্রি ধান৭৫, ত্রি ধান৮০, ত্রি ধান৮৭, ত্রি ধান৯০, ত্রি ধান৯৩, ত্রি ধান৯৪, ত্রি ধান৯৫, বিনা ধান ১১, বিনা ধান ১৬, বিনা ধান ২২ জাতসমূহ লাগানো যেতে পারে।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন।
- মাঠে বৃষ্টির সাথে সাথে রৌদ্রের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ার কারণে হলুদ মাজরা পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- দমকা হাওয়ায় যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। বর্ষা মৌসুমে নতুন বাগান করুন।
- বেগুনের চারা রোপণের উপযোগী হলে ৬০ সেমি X ৬০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করুন। বৃষ্টিপাতের পর টেঁড়শ, কুমড়া, শশা, খুন্দুল, লাউ এর বীজ বপন করুন।
- কুমড়া, ঝিঙা, চিচিংগা ও শশায় লাল কুমড়া বিটল এর আক্রমণ হলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি ডাইমেক্রন অথবা রগর মিশিয়ে প্রয়োগ করুন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে সবজিতে শোষণ পোকাকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ডাইমেকথয়েট অথবা ১.৫ গ্রাম এসিফেট মিশিয়ে স্প্রে করুন। বৃষ্টিপাতের পর টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, টেঁড়শ লাগান।
- করলার ফুলের গোড়া পচে গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- বেগুন, টমেটো, টেঁড়শ এর জমি আগাছা মুক্ত করুন।
- বেগুন, টমেটো, টেঁড়শ ও অন্যান্য সবজির জমিতে প্রয়োজন অনুযায়ী আন্ত পরিচর্যা করতে হবে।
- টমেটো, বেগুন, মরিচ, লাউ, টেঁড়শ লাগান।
- মাষকলাই ও শীতকালীন সবজির বীজ সংগ্রহ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেয়ারা বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ২০-২৫ কেজি গোবর এবং ৫০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন। আম, আমলকি, জাম বাগানের জন্য গর্তের মাটি নিয়ে ৩০ কেজি গোবর, ২৫০ গ্রাম এসএসপি এবং ৫০-১০০ গ্রাম হেপ্টাক্লোর মিশিয়ে পুনরায় গর্ত ভরাট করুন।
- যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়েছে কাজেই আম, পেয়ারা ও নারকেল লাগানোর জন্য গর্ত তৈরি করুন।
- কলা গাছ লাগান এবং বাগানে আন্ত:পরিচর্যা করুন।
- বৃষ্টিপাতের কারণে কলা গাছে সার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
- ঝোড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছে খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- কলায় সিগাটোকা লীফ রোগের আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে পাতার দুইপাশে স্প্রে করুন।
- পৈপের ছাতরা পোকাকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পাট:

- ভাল মানের ঔঁশ পাওয়ার জন্য ফুল আসার আগে (বপনের ১২০ দিন পর) পাট কর্তন ও জাগ দেওয়া সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে নালায় পানির তাপমাত্রা রেটিং এর জন্য আদর্শ অবস্থায় রয়েছে। আগাম ও যথাসময়ে বপনকৃত দেশী পাট এই সপ্তাহে সংগ্রহ করে জমিতে ৩-৪ দিন দাঁড় করিয়ে রাখুন যাতে পাতা ঝরে যায়।
- যদি পাটের জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং সেটা ২/৩ দিনের মধ্যে নিষ্কাশনের সম্ভাবনা না থাকে সেক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব কর্তনযোগ্য পাট কেটে পানিতে জাগ দিতে হবে।

পান:

- গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে ১% বোর্দো মিশ্রণ ব্যবহার করুন।
- বরজের ভেতরে মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদি পশুর খুরা রোগ দেখা দিলে-
 - শুধুমাত্র শুকনো খাবার খাওয়ান
 - গোয়ালঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো রাখুন
 - গোয়ালঘরে জীবাণুনাশক যেমন ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করুন
 - পানিতে নিমজ্জিত মাঠে গবাদি পশুকে যেতে দেওয়া যাবে না
 - মুখে ও পায়ে ক্ষত দেখা দিলে ক্ষতের জায়গাটি পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দিয়ে ধুয়ে দিন
- গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- বর্তমান আবহাওয়ায় হাঁসমুরগীর অন্ত্রের পরজীবীর আক্রমণ হতে পারে। সেজন্য খোয়াড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

মৎস্য:

- পুকুরের চারধার মেরামত করে দিন যেন মাছ পুকুরের বাইরে বের হয়ে যেতে না পারে।
- পুকুর থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিন।
- যথেষ্ট পানি আছে, কাজেই পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।